BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03020036

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 02| February 2025| e-ISSN: 2584-1890

পশ্চিম মেদিনীপুরের কোড়া জনজাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষাগত সংকট ও পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক প্রশ্ন: প্রান্তিক পরিচয়, সামাজিক সংমিশ্রণ এবং মর্যাদাভিত্তিক মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির এক বিশ্লেষণ

Amiya Kumar Sing

Assistant Teacher of Hatgacha Haridas Vidyapith (HS), Newtown, Kolkata
Email: singhamiya142@gmail.com

সারাংশ:

পশ্চিম মেদিনীপুরের কোড়া জনজাতির ইতিহাস কেবল একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থানের ইতিহাস নয়; এটি একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষয়, ভাষাগত বিচ্যুতি, লোকঐতিহ্যের সংকোচন এবং পরিচয়-সংকটের দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার ইতিহাস। আঞ্চলিক সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সহাবস্থান, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা ও সংস্কৃতির চাপ, আর্থ-সামাজিক প্রান্তিকতা এবং আন্তঃসম্প্রদায়িক সংমিশ্রণ—এই সব কিছুর সম্মিলিত অভিঘাতে কোড়া সমাজের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় ক্রমশ দুর্বল হয়েছে। ফলে বর্তমান সময়ে কোড়া সমাজের একটি প্রধান সংকট হলো—তারা প্রশাসনিকভাবে 'জনজাতি' হিসেবে স্বীকৃত হলেও সাংস্কৃতিকভাবে ক্রমবর্ধমান অস্পষ্টতার মুখোমুখি।[১]

এই প্রবন্ধে পশ্চিম মেদিনীপুরের কোড়া জনজাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি, তার রূপান্তর, ক্ষয় এবং পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে—কোড়া ভাষার অবক্ষয়, উৎসব-সংস্কৃতির সংকোচন, সামাজিক মিশ্রণ, এবং দীনেশ মুদির প্রবর্তিত 'কোড়া নাগছিকি' হরফ-কে ঘিরে উদীয়মান ভাষা-সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা। প্রবন্ধটি এই যুক্তিও প্রতিষ্ঠা করে যে, কোড়া সমাজকে "মূলধারায় ফেরানো"র প্রচলিত উন্নয়ন-ভাষ্য পর্যাপ্ত নয়; বরং প্রয়োজন ভাষাগত অধিকার, সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি, সম্প্রদায়ভিত্তিক আত্মমর্যাদা এবং মর্যাদাপূর্ণ অন্তর্ভুক্তির এক বিকল্প কাঠামো।[২]

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য কোড়া সমাজকে কেবল 'লোকসংস্কৃতি'-র একটি উপাদান হিসেবে দেখা নয়; বরং তাদের সাংস্কৃতিক প্রশ্নকে ইতিহাসচর্চা, প্রান্তিকতা, আত্মপরিচয় এবং জ্ঞান-রাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা।

সূচক শব্দ: *কোড়া জনজাতি; পশ্চিম মেদিনীপুর; ভাষা-বিলুপ্তি; নাগচিকি; লোকঐতিহ্য; পরিচয়-সংকট।*

১. ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্র, শাসন, ভূমি-রাজস্ব, কৃষি, বা রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্রে রেখে ইতিহাস রচিত হয়েছে; কিন্তু সেই একই অঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র জনজাতিগত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব, ভাষা, লোকঐতিহ্য এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন প্রায়ই গবেষণার প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের কোড়া জনজাতির ইতিহাস সেই অবহেলিত পরিসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[৩]

কোড়া সমাজকে ঘিরে সমস্যাটি দ্বিমাত্রিক। একদিকে তারা প্রশাসনিক ও সমাজবিজ্ঞানী শ্রেণিবিন্যাসে 'Scheduled Tribe' বা 'জনজাতি' পরিচয়ে উপস্থিত; অন্যদিকে বাস্তব সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের বহু স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন ক্রমশ দুর্বল বা অস্পষ্ট। অর্থাৎ, তাদের পরিচয় আংশিকভাবে নথিভুক্ত, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সাংস্কৃতিকভাবে পুনরুৎপাদিত নয়। এই অবস্থাকে কেবল 'উন্নয়ন' বা 'সামাজিক অগ্রগতি'-র ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না; বরং এটি একটি গভীর ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর।

পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে কোড়া জনজাতির জীবনযাত্রা দীর্ঘকাল ধরে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ, বন-সম্পদ, লোকবিশ্বাস, মৌখিক স্মৃতি এবং প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সহাবস্থানের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এই সহাবস্থান কেবল সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করেনি; বরং ভাষা, আচার, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, উৎসব, এমনকি আত্মপরিচয়ের রূপকেও প্রভাবিত করেছে।[৪] ফলত, কোড়া সমাজের বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য তাদের ইতিহাসকে "স্থির উপজাতীয় অতীত" হিসেবে নয়, বরং রূপান্তরশীল সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে পড়তে হবে।

এই প্রবন্ধের মূল অনুসন্ধান তাই তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—

(ক) কোড়া সমাজের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রধান ভিত্তি কী ছিল?

(খ) কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই স্বাতন্ত্র্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে?

(গ) বর্তমান সময়ে কোড়া ভাষা, নাগচিকি হরফ এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ কি নতুন এক পরিচয়-রাজনীতির সূচনা করছে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রবন্ধটি কোড়া সমাজকে কেবল লোকজ উপকরণ হিসেবে নয়, বরং ইতিহাসের সক্রিয় সাংস্কৃতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছে।

২. গবেষণা-পদ্ধতি (Methodology)

এই গবেষণাপত্রটি প্রধানত ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক, ব্যাখ্যামূলক, পাঠ-সমালোচনামূলক, এবং আংশিকভাবে সাংস্কৃতিক-ইতিহাসভিত্তিক পদ্ধতির সমন্বয়ে নির্মিত। গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষা এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও, গ্রন্থপাঠ, নৃতাত্ত্বিক রচনা, আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা, এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক ভাষা ও লিপি-প্রচেষ্টার দলিলসমূহকে বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

পদ্ধতিগতভাবে এই প্রবন্ধে চারটি বিশ্লেষণী স্তর অনুসরণ করা হয়েছে—

২.১ তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ

সংস্কৃতি, 'tribe', লোকবিশ্বাস, ধর্মীয় অভিযোজন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা নির্মাণে Edward B. Tylor, H. H. Risley, এবং Narendra Nath Bhattacharyya-র আলোচনাকে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এঁদের রচনায় ঔপনিবেশিকতা বা শাস্ত্রীয় সমাজবিজ্ঞানী সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তথাপি জনজাতিগত পরিচয়, সামাজিক অভিযোজন ও সংস্কৃতির রূপান্তর বিশ্লেষণে তাঁদের কাজ একটি কার্যকর ধারণাগত ভিত্তি সরবরাহ করে।[৫]

২.২ আঞ্চলিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উপাদানপাঠ

কোড়া সমাজের ভাষা, আচার, লোকঐতিহ্য, পরিচয়, এবং লিপি-প্রবর্তনের প্রশ্নে দীনেশ মুদি, সুশীল মাহাতো, দেবব্রত কুনুই, প্রকাশ চন্দ্র মেহেতা, অমিত কুম্ভকার এবং সমীরণ কোড়া-র রচনা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৬]

২.৩ বিশ্লেষণী একক নির্ধারণ

গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণের মূল একক হিসেবে নেওয়া হয়েছে—

ভাষা ও ভাষা-ক্ষয়, উৎসব-পার্বণ ও লোকঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক স্মৃতি, আত্মপরিচয়ের রূপান্তর।

২.৪ সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন

"মূলধারা", "উন্নয়ন", "অন্তর্ভুক্তি" এবং "আদিবাসী অগ্রগতি"—এই বহুল ব্যবহৃত ধারণাগুলিকে সমালোচনামূলকভাবে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে, যাতে সাংস্কৃতিক বিলোপকে উন্নয়নের প্রতিশব্দ হিসেবে দেখার প্রবণতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।

এই পদ্ধতিগত কাঠামো অনুসরণ করে প্রবন্ধটি কোড়া জনজাতিকে "অতীতের উপজাতি" হিসেবে নয়, বরং বর্তমানের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি সক্রিয় ও সংকটাপন্ন সত্তা হিসেবে অনুধাবন করতে চেয়েছে।

৩. কোড়া জনজাতির ঐতিহাসিক অবস্থান: পরিচয়, জীবনযাপন ও সামাজিক প্রেক্ষিত

কোড়া জনজাতি পূর্ব ভারতের আদিবাসী সমাজগুলির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়, যাদের জীবনযাত্রা ঐতিহাসিকভাবে ভূমি, কৃষি, শ্রম, বনজ সম্পদ, এবং মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে কোড়া সমাজের বসতি ও সামাজিক কাঠামোকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না; বরং তা বৃহত্তর আঞ্চলিক জনজীবনের সঙ্গে পরস্পর-নির্ভরশীল সম্পর্কের মধ্যে গড়ে উঠেছে।[৭]

ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিক সাহিত্যে কোড়া সমাজকে প্রায়শই এমন এক জনগোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যারা "tribal" ও "peasant" জীবনধারার মধ্যবর্তী এক সামাজিক অবস্থানে অবস্থান করছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক শ্রেণিবিন্যাসের অংশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এতে একটি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে—কোড়া সমাজ দীর্ঘকাল ধরে প্রান্তিক অথচ অভিযোজনক্ষম সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।[৮]

তবে এই অভিযোজনকে 'সভ্যতার পথে উত্তরণ' বলে ব্যাখ্যা করা ইতিহাসের দৃষ্টিতে সমস্যাজনক। কারণ এই ভাষ্য কোড়া সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক যুক্তি, প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবনবোধ, পারিবারিক আচার, সামাজিক স্মৃতি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করে। ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিতে তাই কোড়া সমাজকে "অসম্পূর্ণ হিন্দুকরণ"-এর ছাঁচে না ফেলে, বরং একটি স্বাধীন সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে বিচার করা অধিকতর উপযুক্ত।

৪. সামাজিক সংমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-ক্ষয়ের ইতিহাস

কোড়া সমাজের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-ক্ষয় কোনো আকস্মিক বা একরৈখিক ঘটনা নয়; বরং এটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, এবং সাংস্কৃতিক চাপের সম্মিলিত ফল। পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে বাঙালি, মাহাতো, কুর্মি, সাঁওতাল, দলিত এবং অন্যান্য গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোড়া জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান তাদের জীবনযাত্রায় বহুমুখী প্রভাব ফেলেছে। কৃষিকাজ, দিনমজুরি, বাজার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক লেনদেন, এবং বিবাহ-সম্পর্ক—সব ক্ষেত্রেই এই মিথস্ক্রিয়া একটি সংমিশ্রিত গ্রামীণ সামাজিক পরিসর তৈরি করেছে।[৯]

এই সংমিশ্রণ একদিকে সামাজিক নিরাপত্তা ও অভিযোজনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু অন্যদিকে কোড়া সমাজের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সীমারেখাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করেছে। ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যখন বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করে, তখন তাদের নিজস্ব আচার, ভাষা, প্রতীক এবং আত্মপরিচয় প্রায়শই সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির মানদণ্ডে পুনর্গঠিত হয়। কোড়া সমাজের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়া লক্ষণীয়।

ফলে কোড়া সমাজের পরিচয় অনেক সময় এমন এক "মিশ্র কিন্তু অসম সম্পর্ক"-এর মধ্যে গড়ে উঠেছে, যেখানে সহাবস্থান আছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষমতার ভারসাম্য নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতি দৃশ্যমান ও প্রভাবশালী থাকে; সংখ্যালঘু সংস্কৃতি অভিযোজিত হলেও তার নিজস্বতা ধীরে ধীরে আড়ালে সরে যায়।

এই অবস্থাকে "সামাজিক অগ্রগতি" হিসেবে সরলীকরণ করা ভুল। কারণ এতে সাংস্কৃতিক ক্ষয়কে উন্নয়নের স্বাভাবিক মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ।

৫. ভাষা-ক্ষয় ও আত্মপরিচয়ের সংকট

কোড়া সমাজের সাংস্কৃতিক সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে ভাষার প্রশ্ন। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি কোনো জনগোষ্ঠীর স্মৃতি, আবেগ, আচার, আত্মীয়তা, লোকবিশ্বাস এবং জগত-দর্শনের প্রধান বাহক। ভাষা হারানো মানে কেবল শব্দ হারানো নয়; বরং একটি বিশেষ জীবনদর্শন, অভিজ্ঞতা-বিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতি হারিয়ে ফেলা।[১০]

কোড়া সমাজের বহু পরিবারে আজ মাতৃভাষার জায়গায় বাংলা বা আঞ্চলিক কথ্যভাষা প্রাধান্য পাচ্ছে। এই ভাষাগত প্রতিস্থাপন (language replacement) কেবল দৈনন্দিন কথোপকথনের পরিবর্তন নয়; এর সঙ্গে বদলে যায় শিশুর সাংস্কৃতিক সমাজীকরণ, আচারিক শব্দভাণ্ডার, লোককথা পরিবেশনের ধরন, এবং পারিবারিক স্মৃতির ভাষা।

যখন একটি শিশু তার পূর্বপুরুষের ভাষায় গান, গল্প, প্রবাদ, বা পারিবারিক আচার শুনে বড় হয় না, তখন সে কেবল একটি ভাষা নয়—একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই অর্থে ভাষা-ক্ষয় কোড়া সমাজে আত্মপরিচয়ের গভীর সংকট তৈরি করেছে।

অতএব, কোড়া ভাষার প্রশ্নটি কোনো ভাষাতাত্ত্বিক "সংরক্ষণ"-এর সীমায় আবদ্ধ নয়; এটি প্রকৃতপক্ষে পরিচয়, অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্ন।

৬. উৎসব, লোকঐতিহ্য ও মৌখিক ইতিহাস: কোড়া সমাজের স্মৃতি-সংস্কৃতি

যে সমাজে লিখিত দলিল কম, সেখানে ইতিহাসের প্রধান বাহক হয়ে ওঠে স্মৃতি, আচার, গান, উৎসব, পারিবারিক বয়ান এবং সামষ্টিক অংশগ্রহণ। কোড়া সমাজের ক্ষেত্রেও উৎসব-পার্বণ, লোকনৃত্য, লোকসংগীত, আচারিক অনুশীলন এবং মৌখিক ঐতিহ্য—এইসবই তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতির গুরুত্বপূর্ণ আধার।[১১]

কোড়া সমাজের বহু সাংস্কৃতিক উপাদান প্রকৃতি, কৃষি, ঋতুচক্র, ভূমি, পূর্বপুরুষ এবং সামাজিক সংহতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এই উৎসব ও আচারগুলি কেবল ধর্মীয় আচরণ নয়; এগুলি সমাজের অভ্যন্তরে আত্মপরিচয় পুনর্নির্মাণেরও উপায়।

কিন্তু আধুনিক সামাজিক রূপান্তর, বিদ্যালয়ভিত্তিক একরৈখিক সংস্কৃতি, বাজার-চালিত বিনোদন, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় প্রভাবের ফলে বহু ক্ষেত্রেই এই লোকঐতিহ্য বাহ্যিক প্রদর্শনীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। উৎসব টিকে থাকলেও তার অভ্যন্তরীণ স্মৃতি, নিজস্ব ভাষা, এবং সম্প্রদায়গত তাৎপর্য ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে।

এই কারণে কোড়া সমাজের লোকগান, লোককথা, আচারিক উচ্চারণ, উৎসব-পার্বণ, এবং প্রবীণ প্রজন্মের মৌখিক ইতিহাস জরুরি ভিত্তিতে সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও এগুলিকে "লোকজ" বলে অবমূল্যায়ন না করে প্রাথমিক ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

৭. দীনেশ মুদির 'কোড়া নাগছিকি' হরফ: ভাষা থেকে আত্মমর্যাদার দিকে

কোড়া ভাষার সংকটের প্রেক্ষাপটে দীনেশ মুদির প্রবর্তিত 'কোড়া নাগচিকি' হরফ একটি ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক ঘটনা। কোনো ভাষার জন্য স্বতন্ত্র হরফ প্রবর্তন কেবল ভাষাতাত্ত্বিক উদ্ভাবন নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘোষণা, যার মধ্যে নিহিত থাকে অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় এবং সম্মিলিত মর্যাদার দাবি।[১২]

নাগছিকি হরফের তাৎপর্যকে অন্তত তিনটি স্তরে ব্যাখ্যা করা যায়—

প্রথমত: মৌখিকতা থেকে লিখিত ঐতিহ্যে উত্তরণ

কোড়া ভাষা দীর্ঘদিন মৌখিক পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বতন্ত্র হরফ সেই ভাষাকে লিখিত ও শিক্ষণীয় রূপে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত: ভাষা-সংরক্ষণ থেকে ভাষা-চর্চায় উত্তরণ

শুধু "ভাষা বাঁচাও" ধরনের আবেগঘন আহ্বান যথেষ্ট নয়; ভাষাকে পাঠ্য, অনুশীলন, দলিল, গান, কবিতা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পাঠচক্রে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নাগছিকি এই সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

তৃতীয়ত: সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার পুনর্গঠন

নিজস্ব লিপি কোনো সম্প্রদায়কে একটি প্রতীকী শক্তি দেয়। এটি জানায়—"আমাদের ভাষা আছে, অতএব আমাদের জগৎও আছে।"

এই অর্থে নাগছিকি কেবল একটি হরফ নয়; এটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের লিপি। এর মধ্যে কোড়া সমাজের একটি নতুন আত্মসচেতনতা, আত্মসম্মান এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে।

৮. "মূলধারা" ধারণার পুনর্বিবেচনা: অন্তর্ভুক্তি না আত্মসাৎ?

"মূলস্রোতে ফেরা" বা "mainstreaming" ধারণাটি সাধারণত উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক ভাষ্যে ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই ধারণাটি জটিল। কারণ বহুক্ষেত্রে "মূলধারা" বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা, ধর্ম, রীতি, জীবনযাপন এবং জ্ঞানব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। ফলে সংখ্যালঘু সংস্কৃতির বিলোপকে উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী মূল্য বলে ধরে নেওয়া হয়।

কোড়া সমাজের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি পুনর্বিবেচনা করা জরুরি। যদি মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায়—নিজস্ব ভাষা ত্যাগ, লোকঐতিহ্যের সংকোচন, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির মধ্যে সাংস্কৃতিক আত্মসমর্পণ—তাহলে তা প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি নয়; বরং আত্মসাৎ (assimilation)।

অন্যদিকে, যদি অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায়—

ভাষাগত অধিকার, সাংস্কৃতিক মর্যাদা, সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষা, আঞ্চলিক ইতিহাসে স্বীকৃতি, এবং উন্নয়নের সুযোগের সঙ্গে পরিচয় রক্ষার নিশ্চয়তা তবে সেটিই হবে মর্যাদাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি।

অতএব, কোড়া সমাজের ভবিষ্যৎ কেবল উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয় নয়; এটি মূলত সাংস্কৃতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন।

৯. পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্য রূপরেখা

কোড়া জনজাতির সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধার কোনো রোমান্টিক "অতীতে ফেরা"র প্রকল্প নয়; বরং এটি সমকালীন সাংস্কৃতিক অধিকারচর্চার একটি বাস্তব কর্মপরিকল্পনা হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—

৯.১ মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচেষ্টা

নাগচিকি হরফ ব্যবহার করে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসামগ্রী, বর্ণপরিচয়, লোকগল্প, ছড়া ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার উপকরণ তৈরি করা যেতে পারে।

৯.২ মৌখিক ঐতিহ্যের দলিলীকরণ

প্রবীণ প্রজন্মের মুখে প্রচলিত লোককথা, গান, আচার, পারিবারিক স্মৃতি এবং সামাজিক বিধিকে অডিও/লিখিত রূপে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৯.৩ কোড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ

স্থানীয় পর্যায়ে কোড়া সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ, গান, ছবি, আচার, শব্দভাণ্ডার, সাক্ষাৎকার ও লিপি-চর্চার একটি ছোট সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালা গড়ে তোলা যেতে পারে।

৯.৪ আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চায় অন্তর্ভুক্তি

পশ্চিম মেদিনীপুরের স্থানীয় ইতিহাস-লেখায় কোড়া সমাজের ভূমিকা, বসতি, সাংস্কৃতিক অবদান এবং ভাষাগত পরিচয়কে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

৯.৫ সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ

সরকারি প্রদর্শনীর পরিবর্তে কোড়া সমাজের নিজস্ব নেতৃত্বে ভাষা-শিবির, সাংস্কৃতিক উৎসব, নাগছিকি পাঠচক্র, এবং লোকঐতিহ্য-নথিবদ্ধকরণের কর্মসূচি অধিক কার্যকর হতে পারে।

১০. উপসংহার

পশ্চিম মেদিনীপুরের কোড়া জনজাতির ইতিহাস আমাদের সামনে এমন এক বাস্তবতা তুলে ধরে, যেখানে সামাজিক সহাবস্থান এবং সাংস্কৃতিক ক্ষয় একইসঙ্গে কাজ করেছে। এই সমাজের বর্তমান সংকটকে কেবল দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, বা প্রশাসনিক অবহেলার ভাষায় ব্যাখ্যা করলে তার গভীরতর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মাত্রা অধরাই থেকে যায়।

কোড়া সমাজের প্রকৃত সংকট হলো—

ভাষা হারানোর আশঙ্কা, লোকঐতিহ্যের সংকোচন, উৎসব-সংস্কৃতির অবস্মৃতি, এবং আত্মপরিচয়ের ক্রমবর্ধমান অস্পষ্টতা।

তবে এই সংকটের মধ্যে সম্ভাবনাও নিহিত আছে। বিশেষত কোড়া নাগছিকি হরফ, ভাষা-সচেতনতা, এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা—এইসব উদ্যোগ কোড়া সমাজকে নতুনভাবে নিজেদের পুনরাবিষ্কার করার পথ দেখাতে পারে।

ঐতিহাসিক বিচারবোধ আমাদের শেখায়—কোনো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার অর্থ তাকে "অতীতের নিদর্শন" হিসেবে সংরক্ষণ করা নয়; বরং এমন এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র তৈরি করা, যেখানে তারা নিজস্ব ভাষা, স্মৃতি, আচার ও আত্মমর্যাদা বজায় রেখেই সমকালীন জীবনের অংশ হতে পারে।

সুতরাং, কোড়া জনজাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি হবে—

স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ নয়, স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি।

তথ্যসূত্র:

1. Edward B.Tylor: premative culture, John Murray, London, 1871,P1. 1–25.
2. https//www.Omniglot.com. "Nag Chiki alphabet."
3. H. H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1891), Vol. I, pp. 1–18.
4. Narendra Nath Bhattacharyya, The Indian Mother Goddess (New Delhi: Manohar, 1977), pp. 12–31.
5. Tylor, Primitive Culture, pp. 15–30;
6. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, pp. 20–35.

7. সুশীল মাহাতো: সমাজ ও সংস্কৃতির ষান্মাসিক গবেষণাপত্র ‘স্বদেশ চর্চা লোক’ গোষ্ঠী,সমাজ, সম্প্রদায় ১, ডিসেম্বর ২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা -৪০৬.

8. P. C. Mehta, Ethnographic Atlas of Indian Tribes (New Delhi: Discovery Publishing House), [edition/page verification needed].

9. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, সংশ্লিষ্ট জাতিগত বর্ণনা অংশ, [exact page to verify].

10. দেবব্রত কুনুই: ও পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৭৩

11. সমিরন কোড়া: একটি খোঁজ: পশ্চিমবঙ্গের কোড়া জনজাতির সংস্কৃতির সন্ধানে, কোলকাতা, সমসাময়িক প্রকাশনা ২০১৮, পৃষ্ঠা-৮৪.

12. Amit kumbhkar: changes in cultural life of Kora community: a Historical Perspective. website: https//www.ijhss.com., volume -x, issue -ll, March 2024, page 142.

Citation: **Sing. A. K.,** (2025) “পশ্চিম মেদিনীপুরের কোড়া জনজাতির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ভাষাগত সংকট ও পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক প্রশ্ন: প্রান্তিক পরিচয়, সামাজিক সংমিশ্রণ এবং মর্যাদাভিত্তিক মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির এক বিশ্লেষণ”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-02, February-2025.